জরীপ প্রতিবেদন

(কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার নুনখাওয়া ইউনিয়ন এবং দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার শংকরপুর ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন)

চলতি বছরে আগষ্ট মাসে ঘটে যাওয়া ভয়াল বন্যার কারনে উত্তরবঙ্গ সহ সারা দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্যার কারনে সংগঠিত এলাকা সমূহে জনগনের ঘরবাড়ি, ফসল, রাস্তাঘাট, পুকুর, নলকূপ সহ বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ঘরবাড়ি ও কৃষি জমিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা একাধারে অকল্পনীয় ও অপূরনীয়। বন্যা দূর্গত মানুষদের পূর্নবাসন করার লক্ষ্য একটি জরীপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরন প্রদান করা হলোঃ

ক) এলাকা নির্বাচনঃ

এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমে উত্তরবঙ্গকে নির্ধারন করা হয়। এরপর উক্ত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ সহ অন্যান্য এলাকার বন্যার অবস্থা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাক্তি, সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশ্লেষন করে কাজের সহজীকরন ও দ্রুত সম্পন্ন করা লক্ষ্য নিম্নোক্ত এলাকা নির্ধারন করা হয়।

নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
১	দিনাজপুর	সদর	৮নং শংকরপুর ইউনিয়ন	১১ টি গ্রাম
২	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	১১ নং নুনখাওয়া ইউনিয়ন	১২ টি গ্রাম

খ) জরীপঃ

এলাকা নির্বাচনের পরপরই উক্ত এলাকায় স্পন্দনবি দুইজন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয় উক্ত এলাকার জরীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য। এ জন্য স্পন্দনবি একটি জরীপ ফর্ম উন্নয়ন করে (সংযুক্ত) যেখানে বন্যার্তদের বিস্তারিত প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় যেমন খানাপ্রধানের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, পরিবারে সদস্যদের তথ্য, অধ্যায়নরতদের তথ্য, ক্ষয়ক্ষতির (বাসস্থান, ফসল, গবাদিপশু, শিক্ষা উপকরন ও অন্যান্য) বিবরন, জমির পরিমান, নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার তথ্য।

প্রথমে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার নুনখাওয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করা হয়। তার পূর্বে উক্ত জরীপ কাজ সহজীকরন ও দ্রুত করার লক্ষ্য স্পন্দনবি এর সবসময়ের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "বাঁধনের" স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দলের সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে কার্যক্রমের বিবরণ ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সে মোতাবেক তাদের মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। গত ০৮ই সেপ্টেম্বর জরীপ কার্যক্রম শুরু হয়। মোট ০৬ জনের একটি টিম বিভক্ত হয়ে উক্ত এলাকার ১১টি গ্রামে দুই দিনে ৪৯৫টি জরীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

পরর্বতীতে ১০ই সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের সদর উপজেলার শংকরপুর ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু করে। তার পূর্বে উক্ত জরীপ কাজ সহজীকরন ও দ্রুত করার লক্ষ্য স্পন্দনবি এর সবসময়ের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "বাঁধনের" স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দলের সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে কার্যক্রমের বিবরণ ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সে মোতাবেক তাদের মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। সেই সঙ্গে ০৯ই সেপ্টেম্বর উক্ত এলাকার প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্তমান চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য এবং গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এলাকার সামগ্রীক ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সে মোতাবেক এলাকা নির্ধারন ও টিম বিভক্ত করা হয়। ঐ এলাকায় ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর মোট চার দিনে ৮১৭টি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সংগ্রহকৃত তথ্য থেকে জরীপের সারমর্ম নিম্নরূপঃ

কুড়িগ্রাম		দিনাজপুর	
প্রাপ্ত তথ্য	বিবরণ/ সংখ্যা	প্রাপ্ত তথ্য	বিবরণ/ সংখ্যা
মোট জরীপকৃত পরিবারের সংখ্যা	৪৯৫ টি পরিবার	মোট জরীপকৃত পরিবারের সংখ্যা	৮১৭ টি পরিবার
গ্রামের সংখ্যা	১১ টি	গ্রামের সংখ্যা	১২ টি
বাসস্থানের ক্ষতিসাধন	৩৬৪ টি পরিবার	বাসস্থানের ক্ষতিসাধন	৭৮০ টি পরিবার
ফসলাদি	১৮৩টি পরিবার	ফসলাদি	১০৮ টি পরিবার

শিক্ষা উপকরন	২৮৮ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা উপকরন	১৫৩ জন শিক্ষার্থী
নলকূপ নাই	১৬০ টি পরিবার	নলকূপ নাই	৪১১ টি পরিবার
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নাই	২৩৬ টি পরিবার	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নাই	৫৩৬ টি পরিবার
কারিতাস এবং সরকারী সাহায্য পেয়েছে	প্রযোজ্য নয়	কারিতাস এবং সরকারী সাহায্য পেয়েছে	২৮ টি পরিবার

জরীপ চলাকালনি সময়ে নিম্নোক্তো বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়েছে ঃ

- বাসস্থান- জরীপকৃত দুটি এলাকাই পর্যবেক্ষন করে দেখা যায় প্রত্যেকটি পরিবারই বাসস্থানের চরম ক্ষতির শিকার হয়েছে। নুনখাওয়া এলাকায় (চরাঞ্চল) অধিকাংশ বাড়ি টিনের তৈরি। বন্যার সময় প্রত্যেকটি বাড়ির চাল অবধি পানি উঠে যায়। সে সময় সবাই নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে চলে যায়। বন্যা চলাকালীন সময়ে কেউই তাদের ঘরের মালামাল বা আসবাবপত্র সরাতে সক্ষম হয় নাই। এ কারনে তাদের বাসস্থানের পাশাপাশি আসবাবপত্র ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের ঘরগুলো টিনের তৈরি ছিল বিধায় অধিকাংশ বাড়ির টিন দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একারনে বন্যার পরে তাদের যে কয়টা টিন অবশিষ্ঠ ছিল তা দিয়েই কোন রকমে মাথা গোজার ঠাঁই করে আছে। অন্যদিকে দিনাজপুরের শংকরপুর এলাকা সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা। উক্ত এলাকার বেশির ভাগ বাড়ি মাটির গাঁথুনি ও টিনের চালা দ্বারা নির্মিত বিধায় বন্যায় বেশিরভাগ বাড়ি বিলিন হয়ে যায়। এ কারনে উক্ত এলাকার বাড়ি ঘরের চরম ক্ষতি শিকার হয়। এখন তারা কোন রকম পুরাতন টিন দিয়েই শুধু চালা তৈরি করে অবস্থান করছে। তাদের ভাষ্যমতে তারা আর মাটির বাড়ি করতে আগ্রহী নয়। তারা এখন টিনের বাড়ি দিয়ে নিজেদের বাড়ি প্রস্তুত করতে চায়। সুতরাং বন্যা পরবর্তি পূর্নবাসনের ক্ষেত্রে তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করে দেয়ার নিমিত্তে ঢেউটিন সরবরাহ করে তাদের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব।

- ফসলাদি- জরীপকৃত দুটি এলাকাই ফসলাদির চরম ক্ষতিসাধন হয়। তাদের জমিতে যে ফসল ছিল তার অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ধানের ক্ষেত্রে তারা উচ্চদাম দিয়ে হোক, ঋণ করে হোক এতদিনে অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছে। সুতরাং তাদের ফসলের ক্ষতি পূরনের ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু করা সুযোগ এই মূহুর্তে নাই। তবে যাদের বাড়ির আসে পাশে যাদের পতিত জায়গা আছে তাদের সবজী বীজ দিয়ে কিছুটা সংসারের সবজীর ঘাটতি ও স্বচ্ছলতা নিয়ে আসা সম্ভব। এ নিমিত্তে তাদের মাঝে আগত শীতকালীন সবজী বীজ বিতরণের ব্যাবস্থা করা যেতে পারে।

- নলকূপ ও পায়খানা- জরীপকৃত দুটি এলাকাতে নলকূপ ও স্বাসথ্যসম্মত পায়খানা বিনষ্ট হয়েছে। নলকূপের ক্ষেত্রে বড় একটা অংশ পানির নিচে তলিয়ে যায়। যার দরূন অধিকাংশ নলকূপ এখন ব্যাবহারের অনুপযুক্ত। এগুলো সংস্কার ও মেরামত করা প্রয়োজন। এগুলো সচল করার জন্য নলকূপ প্রতি ৮০০ থেকে ১০০০ টাকার প্রয়োজন এই মূহুর্তে তারা খরচ করতে অনিহা প্রকাশ করছে। আশেপাশের বিশ-বাইশ বাড়ি মিলিয়ে যে নলকূপটি সচল আছে সেখান থেকেই পানির সংস্থান করছে যা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে দুই এলাকা মিলিয়ে ১০০ টি নলকূপ পরিস্কার ও মেরামত করতে পারলে অনেকটাই নিরাপদ পানির ব্যাবস্থা করা সম্ভব। অন্যদিকে তাদের যে পায়খানা ছিল তা এখন ব্যাবহারের অনেকটাই অনিরাপদ। পায়খানা গুলো এখন উন্মোক্ত অবস্থায় আছে। এতকরে সেখান থেকে নানান রোগজীবানু ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে উক্ত এলাকা সমূহে কিছু পায়খানা সংস্কার করারও প্রয়োজন আছে।

- শিক্ষা উপকরন- অধিকাংশ বাড়ি পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার দরূন শিক্ষার্থীদের বই খাতা অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে সে এলাকায় কিছু খাতা, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি বিতরন করা যেতে পারে।

প্রতিবেদনকারী
মোঃ মাহমুদুল হাসান ও এ.কে. এম মাহমুদুল হাসান